উপজেলা পরিষদ
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

ডিসেম্বর/২০২০ মাসের উপজেলা পরিষদ সভার কার্যবিবরণী

অধিবেশন নং - ১৮/২০২০

সভাপতি	ঃ	সাঈদ মেহেদী চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
সভার তারিখ	ঃ	০৩-০১-২০২১ খ্রিঃ
সময়	ঃ	বেলা ১২-৩১ মিঃ
স্থান	ঃ	উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ, কালিগঞ্জ

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরা পরিশিষ্ট 'ক' এবং অনুপস্থিতি পরিশিষ্ট 'খ"

সভার প্রারম্ভে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ সাতক্ষীরাকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয় । সভাপতির অনুমতিক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর বিগত ২৯-১১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন / সংযোজন না থাকায় সর্বসম্মতক্রমে তা অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করা হয় ।

২. বিভাগীয় আলোচনা ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২.০১। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত (ADP) ৪০.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তালিকা প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রকল্প যাচাই/বাছাই কমিটির সভা আহবানসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভাজন করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরও জানান যে, ফুলতলা হতে ডাকবাংলা অভিমুখে রাস্তাটি ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপস্থিত সদস্যগণ জানান যে, ফুলতলা রাস্তার মাথা সড়ক ও জনপদ বিভাগের রাস্তার সাথে মিলিয়ে না দেয়ার জন্য যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাটি সড়ক জনপদের রাস্তার সাথে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি আরো জানান যে, বিগত সভায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ রোড আইডি নং-২৮৭৪৭-৫১৮৬ কাটাখালি RHD - PANIA UNR ROAD টি ক্ষতিগ্রস্থ ১ম অংশে ৬০ মিটার এবং ২য় অংশে ৪০ মিটার মোট ১০০ মিটার প্যালাসাইডিং করার জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাটি পরিদর্শন পূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় (ADP) বরাদ্দকৃত অর্থে যাচাই/ বাছাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। (২) জনস্বার্থে ফুলতলা রাস্তার মাথা সড়ক ও জনপদ বিভাগের রাস্তার সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী কালিগঞ্জ সাতক্ষীরাকে অনুরোধ করা হয়। (৩) ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ রোড আইডি নং-২৮৭৪৭-৫১৮৬ কাটাখালি RHD - PANIA UNR ROAD টি ক্ষতিগ্রস্থ ১ম অংশে ৬০ মিটার এবং ২য় অংশে ৪০ মিটার মোট ১০০ মিটার প্যালাসাইডিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন যাচাইকরে পুনঃ স্থাপনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হয়। ব্যয় উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হতে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে বিধিমতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ,সাতক্ষীরা
২.০২। মৎস্য বিভাগের কার্যক্রম ঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান যে, ইতোমধ্যে এ উপজেলায় মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ষ্টক হোল্ডারদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, নদীতে অবৈধ নেটজাল অপসারণের জন্য কোম্বিং অপারেশন করা হচ্ছে। ঘেরে আউটড্রেন নির্মাণ	(১) ঘেরে আউটড্রেন নির্মাণ করার জন্য সকল ঘের মালিকদের নিকট পত্র জারি করতে হবে। কেউ পত্র নিতে না চাইলে লটকাইয়া জারি করতে হবে। ইতোমধ্যে জারীকৃত জারী প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

করার জন্য ইতোমধ্যে সকল ঘের মালিকের অনুকূলে পত্র জারি করার কাজ চলমান রয়েছে। তিনি কালিগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য চাষীদের মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার পুনঃ প্রস্তাব রাখেন। বিষয়সমূহ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	করা হয়। প্রতি মাসে পূর্বের মাসের জারী প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করার অনুরোধ করা হয়। (২) কালিগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য চাষীদের মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার জন্য পুনঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	
২.০৩। স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম ঃ (১) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সভায় জানান যে, এ উপজেলায় করোনা টিমকে দিয়ে Action প্লান করা হচ্ছে। কালিগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যা হাসপাতালে উন্নত করা হয়েছে, রোগীদের খাবার বাড়ানো হয়েছে। হাসপাতালের জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। ৭ জন ডাক্তার রয়েছে, তন্মধ্যে ৩ জন ডাক্তার প্রশিক্ষণে যাচ্ছেন। এ উপজেলায় ৪ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমানে ডাক্তার সংকট রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, কালিগঞ্জ হাসপাতালের সামনে অবৈধভাবে অনেক দোকান গড়ে উঠেছে। যার ফলে হাসপাতালের সামনে গেটের সম্মুখে সবসময় ভিড় জমে থাকে ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। তিনি অতি দ্রুত দোকানগুলি অপসারণের প্রস্তাব রাখেন। বিষয় সমুহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১) করোনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের অনুরোধ করা হয় এবং করোনা ২য় ওয়েভ মোকাবেলার বিস্তারিত পরিকল্পনা জমা দেয়ার অনুরোধ করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার পদায়নের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র যোগাযোগ করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে পুনঃ অনুরোধ করা হয়। (২) হাসপাতালের সামনে অবৈধভাবে গড়ে উঠা দোকান হাসপাতালের জায়গায় হলে তাদের উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা রজু করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে পুনঃঅনুরোধ করা হয়। দোকানগুলো এলজিইডির জায়গায় হলে উক্ত বিভাগ উচ্ছেদ মামলা রজু করবেন। উচ্ছেদ মামলা রজু করার পিটিশনের কপি আগামী সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ করা হয়। জায়গায় মালিকানা যাচাইয়ের জন্য সহকারী সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর সহযোগিতা গ্রহনের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২.০৪। উপজেলা কৃষি বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি সভায় জানানো হয় যে, এ উপজেলায় ইতোমধ্যে কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। এ উপজেলায় চলতি বছর ৩টি ইউনিয়নে পরীক্ষামুলকভাবে সয়াবিন চাষ করা হচ্ছে। সভায় জানান হয় যে, উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে আমের নার্সারী বাগান রয়েছে। আমবাগানে আমের মুকুল আসার সময় হয়েছে। আমের গাছগুলো স্প্রে করা প্রয়োজন। উপজেলা কৃষি বিভাগের কৃষক মাঠ দিবসে কৃষকদের সুবিধা, অসুবিধা, সমস্যা কৃষকদের মুখ থেকে শুনে বাস্তবতার নিরেখে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে কৃষকদের স্বাক্ষরসহ আবেদন/ রেজুলেশনসহ আগামী সভায় বিষয়ে আলোচনা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) উপজেলা কৃষি অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে কালিগঞ্জ উন্নয়ন মাস্টার প্লানের (KDMP) আলোকে ব্যবস্থা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। (২) উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে আমের নার্সারীর বাগান স্প্রে ও সার্বক্ষণিক তদারকি করার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ঃ ১। জনাব মোঃ শাহাজাহান, ইউএনও অফিস, কালিগঞ্জ ২। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ। ৩। জনাব আব্দুল আলিম, বাগানমালি, বনবিভাগ, কালিগঞ্জ। (৩) আমের নার্সারী বাগান স্প্রে সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৪) কৃষক মাঠ দিবসে কৃষকদের সুবিধা, অসুবিধা বিষয়টি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা কৃষি অফিসার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২.০৫। উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রম উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, এ উপজেলায় টিকাদান, কৃত্রিম প্রজনন, ভেটেরিনারি সম্প্রসারণ কাজের পাশাপাশি অত্র দপ্তরের স্বপ্রনোদিতভাবে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া ১৫০ জন উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। চলতি বছরে ৬০০ খামার রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে কালিগঞ্জ উন্নয়ন মাস্টার প্লানের (KDMP) আলোকে ব্যবস্থা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তাছাড়া কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

২.০৬। (১) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জানান যে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার দুর্যোগ সহনশীল বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অত্র উপজেলায় ২৫টি গৃহ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। 'ক" শ্রেণীর ভূমিহীনদের জন্য ৩৬ টি ঘরের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে এবং অম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ২৮ টি ঘর বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উপকারভোগীর তালিকা তৈরী করা হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু করা হবে। (২) অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এসডিজি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সিএস রেকর্ডীয় সমস্ত খালের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবং আলোচনা সভায় সভার সকল সদস্য টেকসই অবকাঠামো জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার্থে খাদ্য নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র রক্ষা, জীবিকা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জনস্বার্থে খাল খনন, বাঁধ, সেচনালা, খালখনন এর সীমানা নির্ধারণ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার এ উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত ঘরের নির্মাণ কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুনঃ অনুরোধ করা হয়। (২) অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এসডিজি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাঁধ, সেচনালা, খাল খননের সীমানা নির্ধারণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়কে উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সহকারী কমিশনার ভূমি কর্তৃক নির্ধারিত সীমানায় স্থায়ী পিলার স্থাপনের জন্য পরিষদ একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি পিলার মূল্য ও তা স্থাপনের জন্য জনবল ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে আগামী সভায় একটি প্রকল্প প্রস্তাব করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত সীমানায় পিলার স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি করা হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,কালিগঞ্জ-উপদেষ্টা উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কালিগঞ্জ-সভাপতি সহকারী কমিশনার (ভূমি),কালিগঞ্জ-সদস্য সচিব উপজেলা প্রকৌশলী,কালিগঞ্জ-সদস্য- সচিব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ- সদস্য ইউপি চেয়ারম্যান(সকল) কালিগঞ্জ- সদস্য	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.০৭। উপজেলা শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ২০২১ সালের পাঠ্যপুস্তক ইতোমধ্যে অভিভাবক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। করোনাকালীন চ্যালেন্সসমূহ উত্তরণের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।	করোনাকালীন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে বিদ্যালয়ের সকল স্টেক হোল্ডারের সহায়তা নিয়ে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ,সাতক্ষীরা
২.০৮। উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সভায় জানান যে, সরকারি নির্দেশনা পাবার সাথে সাথে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় দুস্থ মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে তালিকা চুড়ান্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১-২০২২ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় দুস্থ মাহিলাদের চুড়ান্ত তালিকা পুনঃ যাচাই করে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	১) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার,কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২.০৯। উপজেলা সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জানান যে, এ উপজেলার ধলবাড়িয়া ইউনিয়নে মৃত ভাতাভোগীর নমীনি কর্তৃক আত্মসাৎ কৃত অর্থ শতভাগ আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে তার দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, ভাতাভোগীদের তালিকা MIS করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে একাধিকার বলা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া অন্য কোন ইউনিয়ন হতে MIS করা হয়নি। ফলে দরিদ্র ভাতাভোগীর ভাতা প্রদানকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ হতে ভাতাভোগীর MIS না করায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) এ উপজেলার ধলবাড়িয়া ইউনিয়নে মৃত ব্যক্তিদের নমিনি কর্তৃক বয়স্ক ভাতার আত্মসাৎকৃত টাকা নমিনিদের কাছ থেকে আদায় করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। ব্যাংকে জমা করার প্রমাণক অফিসে যথাযথ সংরক্ষণের জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসারকে পুনঃ অনুরোধ জানানো হয়। (২) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভাতা ভোগীদের তালিকা MIS করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ঠ সকলকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১০। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ সভায় অনুপস্থিত থাকায় তার বিভাগীয় বিষয়ে জানা গেল না।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে আগামী সভায় উপস্থিত হয়ে তার বিভাগীয় বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১১। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ সভায় জানান যে, তার দপ্তরের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আদায়ের হারও সন্তোষজনক।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ সাতক্ষীরা কে তার বিভাগের কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

২.১২। <u>বন বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ বন বিভাগের প্রতিনিধি ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র কালিগঞ্জ সভায় অনুপস্থিত থাকায় তার বিভাগীয় বিষয়ে জানা গেল না। সভায় আলোচনা করা হয় বনায়ন এবং জীববৈচিত্র কমে যাওয়ায় বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন বেড়ে যাচ্ছে। যার ফলে বায়ুমন্ডলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের শোষণ কমে যাওয়ায় গ্লোবাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন গতি বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে জৈববৈচিত্রের ভারসাম্যহীনতায় মিথেন, পানি, বাষ্প, সিএফসি, ওজোন ও নাইট্রাস অক্সাইডের নির্গমনও দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগোনো এবং বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে নদী এবং খালের পাশের অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করে ম্যানগ্রোভ বনায়ন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(১) বন বিভাগের প্রতিনিধি ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র কালিগঞ্জ কে আগামী সভায় উপস্থিত হয়ে তার বিভাগীয় বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। (২) বন বিভাগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত নতুন গাছের চারা রোপনের যথাপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৩) বনবিভাগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি হ্রাসে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে নদী ও খালের পার্শ্বে অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করে ম্যানগ্রোভ বনায়ন সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	ফরেস্টার, উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১৩। <u>উপজেলা সমবায় বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা সমবায় অফিসার সভায় জানান যে, তার দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।	উপজেলা সমবায় অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে তার দপ্তরের কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা সমবায় অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২.১৪। <u>উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ সভায় জানান যে, তার দপ্তরে যুবদের প্রশিক্ষণ ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবকদের ঋণ দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের প্রশিক্ষণের মান বাড়াতে হবে । কালিগঞ্জ উন্নয়ন মাস্টার প্লানের (KDMP) আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১৫। <u>উপজেলা পল্লী দারিদ্র বিমোচন বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা পল্লী দারিদ্র বিমোচন অফিসার, কালিগঞ্জ সভায় অনুপস্থিত থাকায় তার বিভাগীয় বিষয়ে আলোচনা গেল না।	উপজেলা পল্লী দারিদ্র বিমোচন অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে আগামী সভায় উপস্থিত হয়ে একটি Inovation প্রস্তাব দেয়ার জন্য পুনঃ অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা পল্লী দারিদ্র বিমোচন অফিসার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১৬। <u>জনস্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপসহকারী প্রকৌশলী. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কালিগঞ্জ সভায় জানান যে, তার দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক চলছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, কালিগঞ্জ উপজেলা একটি লবণাক্ত এলাকা এবং এই উপজেলায় সবচেয়ে বেশি সংকট হলো নিরাপদ পানি। খাওয়ার উপযোগী পানির অপ্রতুলতা। সেক্ষেত্রে বেশি বেশি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন নিরাপদ পানি সরবাহের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) জনস্বাস্থ্যপ্রকৌশল অধিদপ্তর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে তার দপ্তরের কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। (২) যে সকল ইউনিয়নে পানির ব্যাপক প্রকট সংকট এবং অনেক দুর থেকে করোনাকালীন সময়ে জটলার মধ্যে হতে পানি সংগ্রহ করতে হয় সেই সকল ইউনিয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নে কি বরাদ্দ না তা আমলে না নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংকটপূর্ণ এলাকায় জনস্বার্থে বরাদ্দ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৩) যে সকল এলাকায় ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করলে সুফল পাওয়া যাবে সে সমস্ত এলাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,সাতক্ষীরা
২.১৭। <u>উপজেলা খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কালিগঞ্জ, সভায় জানান যে, তার দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক চলছে।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীর কে তার দপ্তরের কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
২.১৮। <u>উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ সভায় জানান যে, এ উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ২০২১ সালের পাঠ্যপুস্তক ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সভায় আরো আলোচনা করা হয় যে, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনা না থাকার কারণে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে এ উপজেলায় বৃহৎ এলাকাজুড়ে স্বাদুপানির দুস্প্রাপ্যতার জন্য বয়ঃসন্ধিকালীন জরায়ু সংক্রান্ত নানা ধরনের রোগে তরুনী এবং যুবতীরা আক্রান্ত	(১)কালিগঞ্জ উন্নয়ন মাস্টার প্লানের (KDMP) আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জকে অনুরোধ করা হয়। (২) এ উপজেলার সকল মাধ্যমিক এবং কলেজ বা সমমানের মাদ্রাসার ০৩/১১/২০২০ তারিখ বোর্ডের পত্র মোতাবেক চেঞ্জরুম বা বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা রুম নির্মানের জন্য	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,

হয়। ঐ সমস্ত যুবতীরা বিবাহ পরবর্তী নানাবিধ রোগবালাই বহন করে থাকে। স্বামী গৃহ হতে স্বামী পরিত্যাক্তা হয়। সভার সভাপতি আরও বলেন বয়ঃ- সন্ধিকালীন যৌন সচেতনা শিক্ষা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না দেয়ার কারণে এবং অধিকাংশ শিক্ষকরা গারহ্য বিজ্ঞানের এই সমস্ত অধ্যায়গুলো পাঠদানে সামাজিক ব্যাধির মতো অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। ফলে হরমন পরিবর্তনে এবং পর্যাপ্ত সচেতনার অভাবে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র এবং ছাত্রীরা বিপদগামী হয়। ফলে সমাজে নানারকম বিকৃত মানসিকতার প্রভাবে জঘন্য জঘন্য ঘটনা পত্র-পত্রিকায় মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সংকোচ ছাড়াই সাবলিলভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলি সকল শিক্ষকদের শালিনতার সাথে জ্ঞানদানে অবিরত রাখতে শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে পত্র প্রেরণের বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয়। অপসাংস্কৃতি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সমাজের নতুন প্রজন্মের ধ্বংসের দানব হিসাবে আর্বিভূত হয়েছে। এখান থেকে মুক্তি পেতে বেশি বেশি মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষাদানে এবং সুষ্ঠ্য দেশীয় সাংস্কৃতি যেমন- হাম,নাত,রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, লালন, দিজেন্দ্র, রামপ্রাসাদী, সহ ডিবেডিং উপস্থিত বক্তৃতা চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য সাথে সাথে প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসন বিষয়ে শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করতে শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণের জন্য এবং তা কার্যকরী ফলোয়াপ রাখতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ফেসবুকে আপলোড করতে নির্দেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোজাম্মেল হক রাসেল সাহেব প্রত্যেক প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ এবং বই পড়ার প্রচলন শুরু করেছিলেন। তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং যেভাবে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছিল সেটা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখার জন্য পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৬টি বয়ঃসন্ধিকালীন ক্লাশরুম হয়েছে বলে উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোজাম্মেল হক রাসেল মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।	সাধ্যমত স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ব্যবস্থা বাকি রয়েছে তার তালিকা ৭ দিনের মধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে জমা দিতে হবে। (৩) বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষার একাডেমিক রুমের জন্য ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক উপকূলীয় অঞ্চলের স্বাদু পানির সংকট সমস্যার সমাধানের বরাদ্দ চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবনবোধ ও কর্মমুখী শিক্ষা সম্পর্কে যাতে শিক্ষা দেয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
২.১৯। আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমন্বয়কারী আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প সভায় অনুপস্থিত থাকায় তার বিভাগীয় বিষয়ে আলোচনা করা গেল না।	আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে আগামী সভায় উপস্থিত হয়ে তার বিভাগীয় বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা সমন্বয়কারী আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
২.২০। উপজেলা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ঃ করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালে সকল বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সকল বিভাগ কর্তৃক তাদের বিভাগ সংশ্লিষ্ট অফিসিয়াল ফেইসবুক আইডি খোলার বিষয়ে পুনঃ আলোচনা হয় এবং প্রত্যেক দপ্তর উপজেলা কমিটির মিটিং, রেজুলেশনসহ সকল কর্মকান্ড স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করছে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(১) সকল বিভাগকে অফিসিয়াল ফেইসবুক আইডি খুলে uno unokaligonj satkhira আইডিতে যুক্ত হতে হবে। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ সকল বিভাগের অফিসিয়াল ফেইসবুক আইডি সহ একটি প্রতিবেদন দিবেন। (২) প্রত্যেক দপ্তর উপজেলা কমিটির মিটিং, রেজুলেশনসহ সকল কর্মকান্ড স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৩) এ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তাগণের অফিসিয়াল ই-মেইল আইডি খুলে গ্রুপ তৈরীসহ প্রতিবেদন দিবেন।	১। উপজেলা সকল কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ২। সহঃ প্রোগ্রামার
২.২১। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ঃ সভায় জানানো হয় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, যমুনা নদীর দু'ধারে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রসংগে সভার সভাপতি জানান যে, যমুনা নদীর দু'ধারে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নিমিত্ত উচ্ছেদ মামলা করতে হবে। অতিদ্রুত তাদেরকে নোটিশ করে উচ্ছেদের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পানি উন্নয়ন	(১) পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত সরকারি জমির দখল রক্ষার্থে ডিসিআর প্রদান না করা এবং এ বিষয়ে বিধিমতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। (২) ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্ছেদ মামলা রুজু করতে	১) জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। ২) নির্বাহী প্রকৌশলী সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সাতক্ষীরা। ৩) উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ পওর উপ- বিভাগ, বাপাউবো,কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

বোর্ডের জায়গা হতে যাদের সরনো হবে তাদেরকে পুনবাসন করা হবে। আরও জানানো হয় যে, কালিগঞ্জ থানার সম্মুখে যমুনা নদীর দু'পাশ অবৈধভাবে দখল করে দোকানঘর মার্কেট বসতবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য পুনঃআলোচনা হয়। এ প্রসংগে পুনঃ জানানো হয় যে, উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যের বাইরে ব্যক্তি বিশেষকে ডিসিআর-এর মাধ্যমে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়। অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কাজে জ্যয়গা বরাদ্দ দেয়া ও ব্যবহার করা বিধি পরিপন্থি। এ ধরনের অব্যবহৃত জায়গা সাধারণত রিজিউম করে সরকার বরাবর ফেরৎ আনা হয়। একইভাবে কালিগঞ্জ উপজেলায় নদী, খাল ইত্যাদি শ্রেণীর জমি যা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে রেকর্ড হয়েছে তাও ব্যক্তি বিশেষকে ডিসিআর-এর মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। সায়রাতভুক্ত সকল খালগুলি ইজারা বাতিল পূর্বক উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য সভার সকল সদস্য বিস্তারিত আলোচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ যমুনা নদীর দু'পাশে প্রায় ৫০০ পরিবার ও নানা ধরনের স্থাপনা অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে। একইভাবে নাজিমগঞ্জ বাজার থেকে বসন্তপুর পর্যন্ত প্রায় ২০০ পরিবার দু'তলা, তিনতলা ভবন নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এসব জায়গায় তদন্ত করলে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ডিসিআর-এর মাধ্যমে বরাদ্দ নিয়েছেন। ডিসিআর সমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রদান করেছেন মর্মে দেখা গেছে। কোন আইন বলে বিধি বর্হিভূত ভাবে ডিসিআর প্রদানের মাধ্যমে সরকারি জায়গা ব্যক্তির দখলে প্রদান করা হয়েছে তা বোধ্যগম্য নয়। ডিসিআর-এর সূত্র ধরে অবৈধ দখলদাররা স্থায়ী ইমারত নির্মাণ করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করলেও তাদের নিকট থেকে আন্তরিক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে পুনঃ বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য যে, নদী কমিশনের ওয়েবসাইটে ইছামতি কালিন্দি নদীর মোহনা হতে কালিগঞ্জ কাঁকশিয়ালী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত ২.৭ কিঃমিঃ উল্লেখিত আছে। প্রকৃত অর্থে এই আদি যমুনা নদী কালিগঞ্জ উপজেলার মধ্যে কাঁকশিয়ালী নদীর সংযোগ স্থল হতে শ্যামনগরের মাদার নদী পর্যন্ত ১৬ কিঃমিঃ অত্র নদীর উপরে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্থানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান ৩টি ইউনিয়নে (মথুরেশপুর, মৌতলা, কুশুলিয়া) স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। ইতোমধ্যেই সেখানে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। নদীর পাড় দিয়ে বাইপাশ সড়ক নির্মাণ কাজ ৯০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। মাত্র ৬০-৭০ বছর আগে এই নদীতে বড় বড় নৌকা ভিড়ত এবং ১৯৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া বসন্তপুর নৌবন্দর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক পোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অত্র নদীর মোহনায় রাজা প্রতাপাদিত্যর ভাই বসন্ত রায়ের বাড়ি। রাজা প্রাতপাদিত্যর যশোরে রাজধানী রক্ষার্থে মৌতলা পরবর্তী কালিগঞ্জ শ্যামনগরের বর্ডারে জাহাজঘাটা নামে দূর্গ এখনো বিদ্যমান। এই নদীর অববাহিকায় নামাজগড়ের ঈদগাহ, মোগল আমলের আওরঙ্গজেবের স্বাক্ষরিত প্রবাজপুর মসজিদ, ঈশ্বরীপুর কালিমন্দির পর্যটন শিল্পের এক বিপুল সম্ভাবনাময় পুরাকৃর্তি বিদ্যমান। যমুনা নদী ভারত বাংলাদেশ সীমানায় ইছামতি নদীর প্রচুর মিষ্টি পানি এই যমুনা দিয়ে ও কাঁকশিয়ালী নদী হয়ে হাড়িভাঙ্গা, গোয়ালঘেসিয়া (গোয়ালঘেরিয়া) নদী হয়ে খোলপুটিয়া নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে অত্র অঞ্চলের সমস্ত কালিগঞ্জ উপজেলা, শ্যামনগর এবং আশাশুনি উপজেলার আংশিক এলাকার জলবায়ু ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা অতিব প্রয়োজন। উল্লিখিত নদীগুলোর মধ্যে গোয়ালঘেসিয়া	AC (Land) কে জেলা প্রশাসন হতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতি মাসে উক্ত মামলার খবর AC (Land) অফিস হতে সংগ্রহ করে সভাকে অবহিত করতে হবে। (৩) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের জন্য সকল দপ্তরে পত্র প্রেরণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করা জন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৪) নদীরক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার্থে এবং উচ্ছেদ কার্যক্রমে সহায়তা করতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

কাঁকশিয়ালী এবং যমুনা নদীর প্রায় সম্পূর্ণ ভূমিদস্যুদের অবৈধ দখল হয়ে আছে এবং খনন কাজ না হবার পাশাপাশি এই নদী সংশ্লিষ্ট প্রবাহমান অধিকাংশ খাল প্রবাহ বন্ধ করার ফলে এলাকার জীববৈচিত্র চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অত্র এলাকাগুলো বসবাসের অনুপযোগী হচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা হুমকি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকি, আইলা, সিডর আমফানের আঘাতে সেই সাথে মরুভূমিতে রুপান্তর হতে চলেছে। এই নদীগুলোর ধারে বসবাসরত ৬০০-৭০০ ভূমিহীন পরিবারের পুনঃবাসন, মুজিবর্ষের অঙ্গিকার পূরণ ও সকল ভূমিদস্যুদের অতিদ্রুত উচ্ছেদ করে নদীর পাশে ব্যাপকভাবে ম্যানগ্রোভ বনায়ন এবং নদীগুলো খননে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের জনজীবন বিপন্ন হতে রক্ষা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবিনয় দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।		
২.২২। <u>বিএডিসি</u> ঃ সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সাতক্ষীরার প্রতিনিধি উপসহকারী প্রকৌশলী সভায় জানান যে, এ উপজেলায় খাল খননের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের নিকট হতে ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে খাল খননের তালিকা পাওয়া গেছে। উক্ত তালিকা অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া সভায় জানানো হয় যে, যারা অবৈধভাবে খালে মাটি ফেলে খাল ভরাট করে দেচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিএডিসিকে পরিবেশ অধিদপ্তর আইনের আওতায় মামলা করতে হবে। বিএডিসি ইঞ্জিনিয়ার চাহিদা মোতাবেক সার্ভেয়ার যেয়ে খাল ডিমারকেশন করে দেবেন। সিএস রেকর্ড অনুযায়ী খাল খনন করতে হবে। বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১) সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সাতক্ষীরার প্রতিনিধি উপসহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক এ উপজেলায় খাল খননের জন্য দাখিলকৃত তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়(পরিশিষ্ট-গ)। (২) যারা অবৈধভাবে খালে মাটি ফেলে খাল ভরাট করে দেচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিএডিসিকে পরিবেশ অধিদপ্তর আইনের আওতায় মামলা করতে হবে। (৩) বিএডিসি ইঞ্জিনিয়ার-এর চাহিদা মোতাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের সার্ভেয়ারের মাধ্যমে খাল ডিমারকেশনের ব্যবস্থা করতে সহকারী কমিশনার ভূমিকে অনুরোধ করা হয়। (৪) সিএস রেকর্ড অনুযায়ী খাল খনন করতে হবে। (৫) সপ্তাহের প্রতিবুধবার, উপসহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি সেচ, এ উপজেলায় অফিস করবেন। (৬) অগভীর নলকূপ স্থাপনের লাইসেন্স প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদপত্র আবেদনে উল্লিখিত স্থান বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার যৌথভাবে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে হবে।	(১) সহকারী কমিশনার (ভূমি) কালিগঞ্জ (২) উপজেলা কৃষি অফিসার, কালিগঞ্জ (৩) সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি সেচ, সাতক্ষীরা (৪) উপসহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি সেচ, সাতক্ষীরা। (৫) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) সাতক্ষীরা
৩.০০। বিবিধ আলোচনা ঃ ৩.০১। <u>বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সভা</u> ঃ বিভিন্ন বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় কাজের গতি স্থবির হয়ে পড়েছে মর্মে সভায় পুনঃ আলোচনা করা হয়।	সকল বিভাগকে তাদের বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহের সভা করে সভার কার্যপত্র পরিষদে উপস্থাপনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করার জন্য পুনঃ অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ
৩.০২। <u>মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন</u> ঃ KDMP এর বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।	আগামী সভায় বিভাগের আলোচনার সাথে KDMP সংক্রান্ত অগ্রগতি বিভাগসমূহকে অবহিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ
৩.০৩। <u>প্রকল্পের ওভার ল্যাপিং এড়ানোর জন্য প্রকল্প ক্রস চেকিং নথি খোলা</u> ঃ উপজেলা পর্যায়ের নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে ওভারল্যাপিং না হয় সে জন্যে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যানের নিজ নিজ দপ্তরে ১টি করে প্রকল্প ক্রস চেকিং নথি খোলা এবং উক্ত নথিতে টিআর, কাবিখা, কাবিটা,	(১) উপজেলা পর্যায়ের নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে ওভারল্যাপিং না হয় সে জন্যে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যানের নিজ নিজ দপ্তরে ১টি করে প্রকল্প ক্রস চেকিং নথি খোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,কালিগঞ্জ ২) সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয়কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ ৩) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)কালিগঞ্জ

ইজিপিপি, এডিপি, উন্নয়ন তহবিলসহ সকল ধরণের প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণ করা হবে যাতে প্রকল্পের মধ্যে কোন ওভার ল্যাপিং না হয়। ১২ টি ইউপি চেয়ারম্যানগণকেও একই ধরণের নথি খুলে ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করবেন মর্মে পুনঃ বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(২) উক্ত নথিতে টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি, এডিপি, উন্নয়ন তহবিলসহ সকল ধরণের প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণ করা হবে যাতে প্রকল্পের মধ্যে কোন ওভার ল্যাপিং না হয়। ১২ টি ইউপি চেয়ারম্যানগণকেও একই ধরণের নথি খুলে ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	
৩.০৪। সভার সভাপতি জনাব সাঈদ মেহেদী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি। প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ হানা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য দুর্যোগের তুলনায় দিনে দিনে ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। ১৯৭০, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০৭, ২০১৯, ২০২০ সালের ঝড়গুলো ছিল বেশ ভয়ংকর। ঘর-বাড়ি ধ্বংস, ফসলের ক্ষেত নষ্ট, মানুষের জীবনহানি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ঘের, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ওপর তান্ডব চালিয়ে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে উপকূলীয় জনজীবন। বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর যাকে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আদর্শ জায়গা ধরা হয়। 'ওয়েদার আন্ডার গ্রাউন্ড' নামে একটি ওয়েবসাইটে বিশ্বর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ৩৫ টি মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা রয়েছে, যার ২৬ টি ঝড়ই বঙ্গোপসাগরের। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। ফলে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবেও প্রতি বছর ঝড়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে উপকূলবাসীকে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বের উষ্ণায়ন বৃদ্ধিও মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ৫ টি ঝুঁকিপূর্ণ দিক চিহ্নিত করে যার ৩ টিতে বাংলাদেশের নাম রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়ের তালিকায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সাতক্ষীরা জেলা। গত ২০২০ সালের ২০ মে তারিখে শতাব্দীর ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। ঝড়ের আগের দিন থেকেই ঝড়ো বৃষ্টি শুরু হয় এবং পরদিন সন্ধ্যা বেলা থেকে বতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাতের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতিবেগও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। এই মহা ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬০-১৮০ কিলোমিটার এবং ১৫ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় বিভিন্ন গ্রাম। এটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরায় বেশি তান্ডব চালায়। খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইলসহ দেশের ১১ জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অত্যাধিক। ফলে কাঁচা ঘরবাড়ি, রাস্তা, বাঁধ, গাছপালা, বিদ্যুৎ লাইন, গবাদিপশুর খামার নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় ১ লাখ ৭৬ হাজার হেক্টর জমির ফসল। প্রাণহানি হয় মানুষের। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা। উপকূলে ১৩/১৪ ঘন্টা বীভৎস রূপ নিয়ে অবস্থান করে আম্পান এবং শত বছরের যশোর রোডের গাছগুলোও রক্ষা পায়নি এর ভয়াল থাবা থেকে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের ভয়াবহতা দেখে ছিল বাংলাদেশ। ঘণ্টায় ২১৫ কি. মি. গতিবেগ নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানলেও ৩০ টির ও বেশি জেলা আক্রান্ত হয়ে ছিল, মৃত্যুবরণ করেছিল সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষ। সিপিডির তথ্য মতে, আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৫০৯ কোটি	(১) সংশ্লিষ্টদের সংযুক্ত করে একটি অত্যাধুনিক ডাটাবেজ তৈরি করে সারা উপজেলাকে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা যায়, যার মাধ্যমে দুর্যোগের তাৎক্ষণিক খবরাখবর পৌঁছানো যাবে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ, সম্প্রদায় এবং এলাকায় আপৎকালীন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) বনায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গাছ কাটার পরিমান হ্রাস করে রোপণের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়। (৩) উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক পরিমাণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করার প্রস্তাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এবং ঝুকিপূর্ণ এলাকায় মাধ্যমিক স্তরের দুর্বল অবকাঠামো স্কুলগুলোর ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৪) যমুনা নদীর দু'ধারে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নিমিত্ত উচ্ছেদ মামলা রুজু করতে হবে। অতিদ্রুত তাদেরকে নোটিশ করে উচ্ছেদের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত সরকারি জমির দখল রক্ষার্থে সকল ডিসিআর বাতিল করার প্রস্তাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৬) ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্ছেদ মামলা রুজু করতে AC (Land) কে জেলা প্রশাসন হতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতি মাসে উক্ত মামলার খবর AC (Land) অফিস হতে সংগ্রহ করে সভাকে অবহিত করতে হবে। (৭) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের জন্য সকল দপ্তরে পত্র প্রেরণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করা জন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৮) নদীরক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার্থে পত্র প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৯) সিএস রেকর্ডীয় সকল খাল সীমানা নির্ধারণের জন্য আগামী ৩ শে মার্চের মধ্যে সরকারী সার্ভেয়ারের সাথে উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে খালের সীমানা নির্ধারণের অতিরিক্ত জরিপকারক চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। (১০) বিএডিসির তালিকাভুক্ত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অত্র উপজেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সকল প্রকল্প ডিপিপিভুক্ত করার জন্য ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর।

টাকা। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে ১৯৭০ সালে প্রায় ৫ লাখ, ১৯৮৮ সালে ১ লাখ ৮ হাজার এবং ১৯৯১ সালে ৫৭ হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এছাড়াও আইলা, ফণী, মহসিন, নার্গিস ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় জনজীবনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এগুলোর ভয়াবহতা ছিল অত্যাধিক। বারবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দুর্যোগের সময় দেশ, জনজীবন, অর্থনীতি, কৃষি, বনজ সম্পদ, পরিবেশ, অবকাঠামো ইত্যাদি রক্ষার্থে দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছেন বর্তমান সরকার সেগুলো যথাযথভাবে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সকল কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে। যমুনা নদী ভারত বাংলাদেশ সীমানায় ইছামতি নদীর প্রচুর মিষ্টি পানি এই যমুনা দিয়ে ও কাঁকশিয়ালী নদী হয়ে হাড়িভাঙ্গা, গোয়ালঘেসিয়া (গোয়ালঘেরিয়া) নদী হয়ে খোলপুটিয়া নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে অত্র অঞ্চলের সমস্ত কালিগঞ্জ উপজেলা, শ্যামনগর এবং আশাশুনি উপজেলার আংশিক এলাকার জলবায়ু ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা অতিব প্রয়োজন। উল্লেখিত নদীগুলোর মধ্যে গোয়ালঘেসিয়া কাঁকশিয়ালী এবং যমুনা নদীর প্রায় সম্পূর্ণ ভূমিদস্যুদের অবৈধ দখল হয়ে আছে এবং খনন কাজ না হবার পাশাপাশি এই নদী সংশ্লিষ্ট প্রবাহমান অধিকাংশ খাল প্রবাহ বন্ধ করার ফলে এলাকার জীববৈচিত্র চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দখলের ফলে আমাদের অনেক নদী, খাল মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। তাই দখল হওয়া নদী ও খাল উদ্ধার করার জন্য জনাব চেয়ারম্যান সভার সকল সদস্যদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরা। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েই চলেছে যে কারণে প্রকৃতির রূপ বদলে গেছে, প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনজীবনে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে। এলাকায় লবণাক্ততা বেড়েছে, কৃষি, মৎস্য, বিশুদ্ধ পানির সংকট সেই সাথে মানুষের, পরিবেশের, প্রাণীকুলের, স্বাস্থ্য, খাদ্য,শিক্ষা আবাসন, নিরাপত্তা চরম হুমকিতে পড়েছে এবং ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ইতিমধ্যে। পরিবেশ, বিপর্যয় ফলে ভূমির উর্বরা শক্তি হ্রাস জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মরুকরণ এর প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন জ্যমিতিক হারে কমে যাচ্ছে। একযুগ আগের সীমান্ত নদী ইছামতী, কালান্দী, অভ্যন্তরীন নদীর পাশের হিতালী, গোলপাতা, কেউড়া, গেওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ প্রাকৃতিক বন যাদুঘরে উঠেগেছে, ফলে প্রায়শ বজ্রপাত, ঋতু পরিবর্তনে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা সবকিছুরই ছন্দপতন ঘটেছে। বজ্রপাত, আইলা সিডর, আম্ফান, বুলবুল, ফনি, নদীর পানির পাগলামি উচ্চতা বেড়েই চলেছে। ভূগর্ভে লবণ উপরে উঠে আসছে, সাধারণত প্রাকৃতিক নানা রকম মাছের প্রজনন হচ্ছে না, অজস্র জানা-অজানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যমুনা নদী তো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। গল ঘলঘেসিয়া নদী, কাঁকশিয়ালী নদী নদীপথে খোলপেটুয়া হয়ে খুলনা বিভাগীয় শহর সহ রাজধানীর সাথে নৌ যান চলাচল বন্ধ হয়ে মাত্র ১০/১২ বৎসর পুর্বে। অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের ফলে প্রবাহমান সকল খাল দখলে করেছে ভূমিদস্যরা, জাল জালিয়াতি কাগজ পত্র তৈরি করে শ্রেণী পরিবর্তন করে দখল করছে, যে কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব বিস্তার ঘটেছে অল্প সময়ে। এ উপজেলার নদী খনন, খাল খনন অত্যন্ত জরুরী। তিনি আরও বলেন, সিএস রেকর্ডের যাবতীয় প্রবাহমান খাল পুনরুদ্ধারে অবৈধ ভূমিদস্যু উৎখাত করে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে সকল প্রাণীর তথা সুন্দরবনকে বাঁচানোর জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নদীগুলো খননের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ		

বাড়বে যা খরার পরিমাণ হ্রাসে সহায়তা করবে। দুর্যোগ সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
৩.০৫। <u>জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষ্কর্য / ম্যূরাল নির্মাণ</u> ঃ সভায় জানানো হয় যে, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উপজেলা-১শাখার ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের ১০৩১ নং স্মারক মূলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষ্কর্য / ম্যূরাল স্থাপনের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে সভায় জানানো হয় কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পুরাতন কোর্টভবনের স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষ্কর্য / ম্যূরাল নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করা হয়। পুরাতন কোর্টভবনটি নিলাম বিক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে বিলম্ব হওয়ায় ভাষ্কর্য / ম্যূরাল নির্মাণের কাজ বিলম্ব হয়েছে। ইতোমধ্যে ভবনটি নিলাম বিক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ভবনটি নিলাম বিক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকাদারের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষ্কর্য/ ম্যূরাল নির্মাণের নিমিত্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পুরাতন কোর্ট ভবনের স্থানে অথবা উপজেলা পরিষদের সম্মুখভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষ্কর্য / ম্যূরাল নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করা হয়। অতিদ্রুত ভাষ্কর্য/ ম্যূরাল নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩.০৬। ৭০০ টি স্থায়ী ঘোষণা স্থান হতে প্রতি মাসে মাসের ৫ ও <u>২৫ তারিখে দুটি ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত</u> ঃ সভায় এ উপজেলায় ৭০০ টি স্থায়ী ঘোষণা স্থান হতে প্রতি মাসে (মাসের ৫ ও ২৫ তারিখে) দুটি ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।	এ উপজেলায় ৭০০ টি স্থায়ী ঘোষণা স্থান হতে প্রতি মাসে (মাসের ৫ ও ২৫ তারিখে) দুটি ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। <u>জানুয়ারী ২০২১ মাসে ঘোষণা ঃ</u> (১) কর্মমুখী শিক্ষা শিখব, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হব (৫ তারিখ) (০২) সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাবার খাব, নিজেকে রোগমুক্ত রাখব (২৫ তারিখ)।	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩.০৭। সড়ক জনপদের রাস্তার উপরে কালিগঞ্জ বাস টার্মিনাল ও <u>সামাদ স্মৃতি ফুটবল ময়দান বিষয়ে আলোচনা</u> ঃ কালিগঞ্জ বাসটার্মিনালটি কালিগঞ্জ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে সড়ক জনপদের রাস্তার উপর এবং সামাদ স্মৃতি ফুটবল মাঠটির একাংশ নিয়ে খুব অল্প জায়গায় অবস্থিত। বাস ট্রাকগুলো সর্বদা রোডের উপর পার্ক করা থাকে। এজন্য প্রায় সবসময় টার্মিনালে জ্যাম লেগে থাকে। সেকারণে কালিগঞ্জ বাস টার্মিনালটি কালিগঞ্জ ব্রিজের উত্তর পাড় হতে স্থানান্তর করে দক্ষিণ পাড়ে ফুলতলা সংলগ্ন সড়ক জনপদের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বর্তমানে এ জায়গাটিও অবৈধ দখলদারদের দখলে এবং তারা যত্রতত্র বাড়িঘর নির্মাণ করছে তাদের উচ্ছেদ করে এবং যে কয়জন ভূমিহীন রয়েছে তাদেরকে সরকারের ভূমিহীন ও গৃহায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করে ঐ জায়গায় বৃহৎ ও আধুনিকভাবে কালিগঞ্জ বাস টার্মিনাল তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা হয়। অতঃপর সামাদ স্মৃতি ফুটবল মাঠটি প্রশস্থ ও স্টেডিয়াম আকারে তৈরি করে এলাকার যুবক যুবতীদের খেলাধুলা বিনোদনের উপযোগী একটি পরিবেশ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	কালিগঞ্জ বাস টার্মিনালটি কালিগঞ্জ ব্রিজের উত্তর পাড় হতে স্থানান্তর করে দক্ষিণ পার্শ্বে সরকারী খাস জায়গায় বৃহৎ আকারে আধুনিকভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ঠ দপ্তর।
৩.০৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেঞ্চুরী ওয়াটার পার্ক ও বসন্তপুর <u>রিভার ড্রাইভ ইকো পার্ক স্থাপন সংক্রান্ত</u> ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেঞ্চুরী ওয়াটার পার্ক ও বসন্তপুর রিভার ড্রাইভ ইকো পার্ক দুইটি স্থাপনের জন্য এবং উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাসের মাষ্টারপ্লান তৈরির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের	(১) এ উপজেলায় পার্ক ২টি স্থাপন ও জনসাধারণের বিনোদনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ যেমন যমুনার দুই পাশ উচ্ছেদ সহ সৌন্দার্য বর্ধন করতে হবে । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুচারুরূপে সমাপ্ত করার জন্য	১। জনাব সাঈদ মেহেদী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ ২। জনাব খন্দকার রবিউল ইসলাম, ইউ.এন.ও উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ।

বিষয়ে আলোচনা হয়। যার ব্যয়ভার উপজেলা পরিষদের রাজস্বখাত থেকে বহন করা হবে। কিছুদিন আগে যারা মুজিব সেঞ্চুরী ওয়াটার পার্ক এর নামফলক ষড়যন্ত্রমুলকভাবে ভেঙ্গেছে তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ পার্ক দু'টি স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণে যথাপোযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) পার্ক ২টি স্থাপন ও উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাসের মাষ্টারপ্লান তৈরির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য ০৪ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ঃ ১। জনাব সাঈদ মেহেদী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ। ৩। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ। ৪। জনাব মিরাজ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ।	৩। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ। ৪। জনাব মিরাজ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ
৩.০৯। সভায় জানানো হয় যে, নলতা টু মৌতলা সড়ক জনপথ বিভাগের রাস্তার পার্শ্বের জায়গা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং ভূমিদস্যুরা অবৈধভাবে দখল করে দোকান, বসতঘর, মার্কেট নির্মাণ করছে। যার ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সড়ক জনপদ বিভাগের রাস্তার পার্শ্বের জায়গা থেকে দোকানঘর, মার্কেট,বসতঘর প্রভৃতি অবকাঠামো উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সড়ক জনপদ বিভাগের রাস্তার পার্শ্বের জায়গা হতে দোকান, বসতঘর, মার্কেট উচ্ছেদের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩.১০। সভায় জনাব উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সাঈদ মেহেদী বলেন যে, অত্র উপজেলায় দায়িত্বশীল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোজাম্মেল হক রাসেল সাহেব ১৩ মাস চাকুরী করা কালীন সময়ে আম্ফান, করোনা মোকাবেলা, করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ সম্পন্ন স্বশিক্ষিত জাতি গঠনের শিক্ষাদানে পাঠচক্রের সাফল্য কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের সুবিধা অসুবিধা কৃষকের মুখ থেকে শুনে সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থাসহ সকল দপ্তরকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্রিয়করণ, উপজেলার সকল স্টকহোল্ডারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটি মাষ্টারপ্লান তৈরি করে সকলের সাথে সমন্বয় করে মাষ্টারপ্লান বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সাফল্যসহ নিজে এবং উপজেলার সকল দপ্তরকে শতভাগ দুর্নীতিমুক্তকরণে দায়িত্বকালীন সময় একদিনও কর্মস্থল ত্যাগ না করে নিষ্ঠা ও সততার সাথে শতভাগ কর্মযজ্ঞ দায়িত্বশীল সরকারী দায়িত্বে পাশাপাশি দেশের একজন সুনাগরিক হিসাবে নিজের শিক্ষাঋণ শোধ করতে দেশপ্রেমিক ভূমিকার সফলভাবে পালন করার জন্য অত্র উপজেলা বাসীর পক্ষ থেকে অত্র সভায় তিনি একজন সুনাগরিকের মতো কাজ করেছেন মর্মে আলোচনা হয়। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন সহ তার বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনে সাফল্যের জন্য দোয়ার প্রস্তাব করা হয়। সভার সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবে ঐক্যমত পোষণ করেন।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোজাম্মেল হক রাসেল সাহেব ভবিষ্যতেও একইভাবে দেশের সেবা করবেন এই আশা প্রকাশ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল
৩.১১। <u>উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণঃ</u> সভায় জানানো হয় যে, কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে কোন শিল্পকলা ভবন নেই। উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে ০১ (এক) টি শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রসঙ্গে জানানো হয় যে, উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণের জন্য ০.৬৬ একর জমি প্রয়োজন ।	(ক) কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণের প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। (১) চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,কালিগঞ্জ (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ (৩) উপজেলা প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ (৪) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার,কালিগঞ্জ (৫)উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ (৬)চেয়ারম্যান, দক্ষিণ শ্রীরপুর ইউপি, কালিগঞ্জ (৭) চেয়ারম্যান, কৃষ্ণনগর ইউপি, কালিগঞ্জ বর্ণিত কমিটি স্থান নির্ধারণ পূর্বক আগামী সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) উপজেলা প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা। ২) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

<table>
<tr>
<td>৩.১২। সভায় জানানো হয় যে, কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপনের লাইসেন্স প্রাপ্তির নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কৃষকগণ আবেদন করলে লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত আবেদন পত্রে উল্লেখিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এবং বাছাই কমিটির সদস্য-সচিব, উপসহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>নাম,পিতার নাম</th><th>ঠিকানা</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>জনাব মোঃ মুনসুর আলী পিং -মৃত পুটে গাজী</td><td>গ্রাম- আশীকুড়া
ডাক-পীরগাজন
ইউনিয়ন- ধলবাড়িয়া
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>জনাব মোঃ নওশের আলী পিং - মোমরেজ আলী গাজী</td><td>গ্রাম- আশীকুড়া
ডাক-পীরগাজন
ইউনিয়ন- ধলবাড়িয়া
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা</td></tr>
</table>
</td>
<td>কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০১৯ (এস,আর,ও নং ১২৮-আইন/২০১৯)-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা ক্রমে উপবিধি ৬(২) এ উল্লেখিত লাইসেন্স ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্ণিত ব্যক্তিদের অনুকূলে নলকুপ স্থাপনের লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা</td>
</tr>
</table>

পরিশেষে মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকর, দ্রুত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রস্তুত, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন, নারী উন্নয়ন ফোরাম কমিটি কার্যকর, ইউনিয়ন ট্যাক্স ডে ঘোষণা, এসডিজি বাস্তবায়নে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকল কাজে স্বচ্ছতা রাখার আহবানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাঈদ মেহেদী
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

স্মারক নং-০৫.৪৪.৮৭৪৭.০০০.২৪.০০৫.২০ - ৩৮

তারিখ : ০৪ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৭–সাতক্ষীরা-৩/ ১০৮–সাতক্ষীরা-৪ নির্বাচনী এলাকা
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
৪। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
৫। সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সাতক্ষীরা
৭। সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি (সেচ) সাতক্ষীরা
৮। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৯। ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১০। উপজেলা -------------------------------------- কর্মকর্তা (সকল), কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১১। অফিসার ইনচার্জ, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১২। উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ পওর উপ- বিভাগ, বাপাউবো, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১৩। চেয়ারম্যান ------------------------------------ ইউপি (সকল), কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১৪। জনাব ---কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

০৪/০১/২০২১
মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
unokaliganj@gmail.com

০৩/০১/২০২১ তারিখ কালিগঞ্জ, উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা

পরিশিষ্ট -'ক' উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী, ঠিকানা		ক্রমিক নং	নাম	পদবী, ঠিকানা
১	জনাব সাঈদ মেহেদী	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ		১	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ
২	জনাব দিপালী রাণী ঘোষ	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ		২	ডাঃ জনাব তৈয়েবুর রহমান	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ অফিসার, কালিগঞ্জ
৩	জনাব নাজিমুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ		৩	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি, কালিগঞ্জ
৪	জনাব আকলিমা বেগম	চেয়ারম্যান, কৃষ্ণনগর ইউপি		৪	ডাঃ জনাব মনোজিত মন্ডল	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার, কালিগঞ্জ
৫	জনাব প্রশান্ত কুমার সরকার	চেয়ারম্যান,দক্ষিণ শ্রীপুর ইউপি		৫	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, কালিগঞ্জ
৬	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	চেয়ারম্যান, চাম্পাফুল ইউপি		৬	উপসহকারী প্রকৌশলী	উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, কালিগঞ্জ
৭	প্যানেল চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান, ধলবাড়িয়া ইউপি-এর পক্ষে		৭	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কালিগঞ্জ
৮	জনাব মোঃ আশরাফুল হোসেন	চেয়ারম্যান, রতনপুর ইউপি		৮	জনাব তানজিয়ারা খাতুন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ
৯	জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান মৌতলা ইউপি		৯	মোসাঃ শামছুন্নাহার	উপজেলা শিক্ষা অফিসার,কালিগঞ্জ
১০	জনাব লাইলি পারভীন	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য		১০	জনাব মোঃ মিরাজ হোসেন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, কালিগঞ্জ
				১১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসারের প্রতিনিধি, কালিগঞ্জ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসারের প্রতিনিধি, কালিগঞ্জ
				১২	জনাব অমল কান্তি রায়	উপসহকারী প্রকৌশলী, কালিগঞ্জ
				১৩	জনাব আবুল কালাম আজাদ	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কালিগঞ্জ
				১৪	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, কালিগঞ্জ
				১৫	জনাব খান তৈয়েবুর রহমান	উপজেলা সমবায় অফিসার, কালিগঞ্জ
				১৬	জনাব সমীর কুমার রায়	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কালিগঞ্জ
				১৭	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	উপসহকারী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, কালিগঞ্জ

পরিশিষ্ট -'খ' অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী, ঠিকানা		ক্রমিক নং	নাম	পদবী, ঠিকানা
১	জনাব এবাদুল ইসলাম	চেয়ারম্যান কুশুলিয়া ইউপি		১	জনাব আব্দুস সেলিম	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালিগঞ্জ
২	জনাব শেখ রিয়াজ উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বিষ্ণুপুর ইউ,পি		২	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, কালিগঞ্জ
৩	জনাব মোঃ এনামুল হোসেন	চেয়ারম্যান, তারালি ইউপি		৩	জনাব শহিদুর রহমান ফরেস্টার,	উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র, কালিগঞ্জ
৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	চেয়ারম্যান, মথুরেশপুর ইউপি		৪	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিস কালিগঞ্জ
৫	জনাব শেখ আজিজুর রহমান	চেয়ারম্যান, নলতা ইউপি		৫	জনাব আশরাফুল আলম, উপজেলা সমন্বয়কারী	আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প কালিগঞ্জ
৬	জনাব প্রভাতি রাণী	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য		৬	জনাব তপন জ্যোতি চক্রবর্তী	উপজেলা দারিদ্র বিমোচন অফিসার, কালিগঞ্জ
৭	জনাব মাহফুজা খানম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য				